‘কোভিড মহামারীর কারনে সার্বিক অবস্থার ব্যাপক অবনতি’ মহামারী চলাকালীন সময়ে নেপাল এবং বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

ব্রিজিট রোহওয়ার্ডার, স্টিফেন থম্পসন, জ্যাকি শ, মেরি উইকেন্ডেন, শুভা কায়স্থ, অনিতা সিগডেল, ফাতেমা আক্তার এবং রাবিয়া বসরি[1]

মার্চ 2021

নির্বাহী সারসংক্ষেপ: সহজ পাঠ্য বাংলা

আমরা যা করেছি

বাংলাদেশ (২০ জন) ও নেপাল (১৫ জন) সহ মোট ৩৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কাছ থেকে কোভিড-১৯ মহামারীর সময় তাদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল তা আমরা জানতে চেয়েছিলাম। এসব ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার ছিলেন, যেমনঃ শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, মানসিক প্রতিবন্ধিতা। যেহেতু তাদের কাছ থেকে তাদের জীবন সম্পর্কে তেমন জানতে চাওয়া হয় না, তাই আমরা তাদের কাছ থেকে তাদের জীবন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। এমনকি আমরা যেসব পিতামাতার প্রতিবন্ধী সন্তান রয়েছে তাদের থেকেও জানতে চেয়েছিলাম তাদের অবস্থা সম্পর্কে।

আমরা যা জেনেছিঃ

[1] ‘কোভিড মহামারীর কারনে সার্বিক অবস্থার ব্যাপক অবনতি’ মহামারী চলাকালীন সময়ে নেপাল এবং বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল? Brighton: IDS, DOI: 10.19088/IF.2021.002
Full report (in English) DOI: 10.19088/IF.2021.001

- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব অন্যান্য ব্যক্তিদের মত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনকেও দুঃসহ করে তুলেছে।
- কোভিড-১৯ থেকে নিরাপদ থাকতে সবাইকে লকডাউন বা ঘরে থাকতে বলা হয়েছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ তাদের পরিবারের সদস্যদের কাজ হারাতে হয়েছিল, এছাড়াও তাদের কাছে খাবার,ওষুধ সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য পর্যাপ্ত টাকা ছিল না, যার ফলে তারা দুঃখী ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।
- তারা তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে টাকা অথবা খাবার চেয়ে নিয়ে বা নিজেদের সামান্য জমানো টাকা দিয়ে কিংবা টাকা ধার করে অথবা নিজেদের কোন জিনিসপত্র বিক্রি করে চলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে এমনও মানুষ ছিল যারা কোন ধরনের সাহায্য পায় নি অথবা যে সাহায্য পেয়েছে সেটা অপ্রতুল ছিল।
- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব নিয়ে যে সকল তথ্য সরবারাহ করা হয়েছিল সেটা অনেকের জন্য সহজবোধ্য ছিল না, যার ফলে নিজেদের নিরাপদ রাখার জন্য কি করা উচিত তা বুঝা মুশকিল হয়ে যাচ্ছিলো এমনকি তারা এটাও বুঝতে পারছিলেন না যে নিরাপদ থাকার জন্য কেন তাদের ঘরে থাকা প্রয়োজন।
- একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সাধারণত স্পর্শের সাহায্যে তার আশে পাশে যা কিছু আছে তা বুঝার চেষ্টা করে। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারীর সময় স্পর্শ করাটা অনেকটা অনিরাপদ হয়ে পড়ে কারন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেসব জিনিস স্পর্শ করবে সেসব জিনিসের উপর মানুষকে অসুস্থকারী এই ভাইরাসের উপস্তিতি থাকতে পারে। এমনকি অন্যান্য মানুষজন শ্রবণদৃষ্টি ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষদের স্পর্শ করার মাধ্যমে সাহায্য করতে চাইতো না। যার ফলে তাদের পক্ষে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করাটা অনেক কষ্টকর হয়ে পড়ে।
- কোভিড-১৯ মানুষের স্বাভাবিক জীবন প্রক্রিয়া অনেক পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এটা অনেক মানুষের জন্য অনেক বড় ধাক্কা ছিল এবং এটা তাদের নিজেদের ও তাদের পরিবারের সাথে ভবিষ্যতে কি হবে সেটা অনিশ্চিত করে তুলেছিল। সবসময় ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকা মানুষের জন্য অনেক একঘেয়েমিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং এই বিষয়টা তাদের অসুখীও করে তুলেছিল। অপরদিকে টাকা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারনে পরিবারের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হচ্ছিলো। মানুষজন ভীতসন্ত্রস্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের মনে হচ্ছিলো যে পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক করে

তোলার জন্য তাদের হাতে আর কিছুই নেই। মানুষজন তাদের বন্ধুবান্ধবদের অভাব অনুভব করছিল, যদিও কিছু মানষ তাদের বন্ধুদের সাথে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম ছিল।

- কিছু সময় পর লকডাউন তুলে নিয়ে পুনরায় তাদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। যার ফলে কিছু মানুষ আবার তাদের চাকরি ফিরে পেয়েছিলেন এবং অনেক খুশি ছিলেন করণ এখন তাদের কাছে খাবার ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর কেনার মত টাকা আছে। অন্যান্য মানুষজন কোভিড-১৯ এর নতুন ভ্যাকসিনের জন্য খুশি ছিলো কারন ভ্যাকসিন এখন কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ কমাতে সাহায্য করবে।
- যদিও কিছু মানুষজনের এখনো কোনো ধরনের কাজ ছিলো না এবং খাবার কিনে খাওয়ার মত টাকাও ছিল না যার কারনে তারা খুবই দুঃখী ও চিন্তিত ছিলেন। এমনকি তাদের কাছে আর কোন টাকা অবশিষ্ট ছিলনা এবং যার ফলে মহামারী চলাকালীন সময়ে বেঁচে থাকার জন্য যে ঋণ নিয়েছিল সেই টাকা ফেরত দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল। যে সংস্থাগুলো পূর্ববর্তী সময়ে তাদের সহায়তা প্রদান করেছিল তারাও সাহায্য করা বন্ধ করে দিয়েছিল।
- বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তিগণ বিভিন্নভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিছু মানুষের বক্তব্য এমন ছিল যে অন্যান্য ব্যক্তিরা তাদের সাথে অনেক খারাপ আচরণ করতো, কখনো যেটা কোভিড-১৯ এর আগের ব্যবহারের মত ছিল আবার অনেক ক্ষেত্রে সেটা আগের ব্যবহারের থেকে অনেক খারাপ ছিল।
- কোভিড-১৯ মহামারীর মত সময়ে সরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান করেন। তাদের উচিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা এবং কিভাবে তারা এ সহায়তা লাভ করতে চায় সেই বিষয়েও তাদের মতামত নেওয়া।

সারসংক্ষেপঃ

কোভিড-১৯ মহামারী বিদ্যমান বৈষম্যগুলোকে আরও প্রকট করে তুলেছে। নিত্যনতুন গবেষণা থেকে এ তথ্য পাওয়া যায় যে বিশ্বব্যাপী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিভিন্নভাবে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং মহামারীর স্বাস্থ্যগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব এবং এর সাড়াদান কর্মকান্ডের ক্ষেত্রেও অসমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ ও নেপালের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যারা প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের গবেষণা থেকে বাদ পড়ে যায় তারা এই কোভিড-১৯ এর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কি ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন তা তুলে ধরা। এই পরিস্থিতি, সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমনঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সে বিষয়ে আরও ভালো ধারণা লাভ করার জন্য এই গবেষণাতে বিশদ গুনগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যাতে করে বুদ্ধি, মানসিক, শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতার উপর গুরুত্ব দেওয়া যায়।

পদ্ধতিঃ

এই গবেষণার জন্য একটি বর্ণনামূলক সাক্ষাৎকার নেওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। গল্প বলা যোগাযোগের স্বাভাবিক এবং সর্বজনগ্রাহ্য একটি পদ্ধতি এবং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা সাবলীলভাবে বলতে পারে। একই সাথে তাদের কাছে যেটা প্রয়োজনীয় সেই ব্যাপারেও গুরুত্ব দিতে পারে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে কিছু সপ্তাহের ব্যবধানে দুইটি সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। যার ফলে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলো খুব সহজেই বলে ফেলতে পারতো এবং তারা আরও ভালোভাবে মহামারীর ঊর্ধ্বগতির সাথে তাদের পরিবর্তিত অবস্থা বুঝাতে পারত। অংশগ্রহণকারীদের, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে এমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় এনজিও, নেপাল ও বাংলাদেশের মানবতা ও অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কাজ করে বিভিন্ন সংস্থা, যেমনঃ এডিডি ইন্টারন্যাশনাল এবং সেন্টার ফর ডিজ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) এর সহায়তায় বাছাই করা করা হয়েছিল ।

কোভিড-১৯ মহামারীর কারনে অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে বেশিরভাগ সাক্ষাৎকার ফোনে অথবা অনলাইনে নেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও অংশগ্রহণকারীদের অভিগম্যতা (Accessibility) এবং যোগাযোগ সহায়ক সরঞ্জামের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এছাড়াও আইডিএস এর একটি দল, দেশীয় গবেষক দল, কিছু কনসোর্টিয়ামের সদস্যগণ এবং স্থানীয় ওপিডি প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক সাক্ষাৎকারগুলো অনলাইনের নেওয়া হয়েছিল ।

সবশেষে, সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিদের তথ্যের শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য তাদের একটি অনলাইন কর্মশালায় নিমন্ত্রণ করা হয়, যেখানে ৩০ জনের অধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাদের মধ্যে ছিলেন অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ, তাদের সাহায্যকারী এবং উভয় দেশের এনজিও ও ওপিডি কর্মীগণ। এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করতে পেরেছিলেন, নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পেরেছিলেন, ফলাফলের সারমর্মের যথাযথতা যাচাই করতে পেরেছিলেন এবং নিজেদের সুপারিশসমূহ তুলে ধরতে পেরেছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে মহামারীর ব্যবস্থাপনা ও প্রশমনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অংশগ্রহণকারীগণঃ

৩৫ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ১৯ জনের শ্রবনদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসহ একাধিক ধরনের প্রতিবন্ধিতা ছিল, ১১ জনের বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, ৩ জনের মানসিক প্রতিবন্ধিতা এবং দুইজন ছিলেন প্রতিবন্ধী শিশুর পিতামাতা। এদের মধ্যে ২০ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশে এবং ১৫ জনের নেপালে।

ফলাফলঃ

"স*কলেই দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে তাদের দিন অতিবাহিত করেছে" (বাংলাদেশের একজন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী পুরুষ)*

"*কোভিড-১৯* মহামারীর কারণে স*কলেই দুঃখী ও চিন্তিত*" (*নেপালের একজন মনোসামাজিক* প্রতিবন্ধী নারী)

লকডাউন এবং মহামারী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধি নিষেধের ফলে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পরিবার গুরুতর অর্থনৈতিক মন্দার সম্মুখীন হয়েছিল যার ফলে অনেকেরই/ তাদের পরিবারের সদস্যদের কাজ, ব্যবসা অথবা আয়ের উৎস হারাতে হয়েছিল। যেসব পরিবারের অন্তত একজন ব্যক্তি কাজ করছিলেন তারা তুলনামূলকভাবে কিছুটা ভালো অবস্থায় ছিল যেহেতু তাদের পরিবারের আয় তখনও চলমান ছিল, অপরদিকে যারা আগে থেকেই বেকারত্বের কারনে অর্থনৈতিক সমস্যার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল তারা সবথেকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। এমনকি সাক্ষাৎকারীরা জানিয়েছে যে, নিয়মিত তিনবেলা খাবার যোগাড় করতে না পারার কারনে তারা তাদের খাবারের পরিমান কমিয়ে দিয়েছিল এমনকি অনেক সময় ক্ষুধার্তও থাকত এবং এই শঙ্কায়ও ছিল যে তাদের পরিবারকে অনাহারে থাকতে হবে। মহামারী চলাকালীন সময়ে খাদ্য এবং পরিবহন খরচের মূল্যবৃদ্ধি পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলেছিল। এবং চিকিৎসা খরচ বহন করার জন্য মানুষকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। আর্থিক সংকটের কারনে যেহেতু তারা তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারছিল না, ফলে তারা প্রবল দুশ্চিন্তা এবং মানসিক চাপের ভিতর দিয়ে গিয়েছিল। মহামারীর কারনে প্রদত্ত লকডাউনের সময় বেঁচে থাকার জন্য, অনেক সাক্ষাৎকারীদের তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অথবা বন্ধুদের আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল, জমানো টাকা ব্যবহার, অথবা ঋণ নিতে হয়েছিল।

সরকারী সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক সহায়তাগুলো প্রায়শই শুধুমাত্র পূর্ব থেকে বিদ্যমান যেসব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তালিকা রয়েছে শুধুমাত্র তাদেরই প্রদান করা হয়ে থাকে, এবং অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোন রাষ্ট্রীয় সহায়তা (কোভিড-19 বিশিষ্ট সহায়তা এবং পূর্ববর্তী প্রোগ্রাম, উভয় ক্ষেত্রেই) প্রদান করা হয়নি। মহামারী চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন আই/এন জিও বিশেষ করে ওপিডিগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ এবং নেপালের প্রায় অর্ধেক সাক্ষাৎকারীরা বিভিন্ন ওপিডি কিংবা এনজিও থেকে কিছু পরিমাণে আর্থিক বা অন্যান্য ধরণের সহায়তা পেয়েছে বলে জানিয়েছেন, বিশেষ করে যেসব সংস্থার সাথে তারা আগে থেকে জড়িত ছিলেন তাদের থেকে এই সহায়তাগুলো পেয়েছিলেন। এই ধরনের আনুষ্ঠানিক সহায়তা অনেকেরই বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তবুও প্রদত্ত সহায়তা প্রায়শই তাদের পরিবারের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না এবং এমনকি অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিই কোনো আনুষ্ঠানিক উৎস থেকে কোনো সহায়তা পাননি। কিছু কিছু ওপিডি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার সুরক্ষা সরঞ্জাম অথবা খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করেছিল, অপরদিকে অন্যান্য ওপিডিরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করতে সচেতনতামূলক কর্যক্রম চালিয়ে গিয়েছে । সামাজিকীকরণ এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে ওপিডিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু, কোভিড-১৯ মহামারীর দরুন প্রদত্ত লকডাউনের কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সেবায় প্রবেশগম্যতা (Accessibility) সীমাবদ্ধ ছিল, ফলে সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে তারা আগে থেকেই যেসব বাধার সম্মুখীন হয়ে আসছিল তার মধ্যে উক্ত সমস্যা সবার শীর্ষে ছিল। তবে এই সময়ে তাদের জন্য কোন তথ্য যোগাড় করা সত্যিই অনেক কষ্টসাধ্য ছিল, এবং ভুল তথ্যের প্রচার নেপালে একটি বিশেষ উদ্বেগের কারণ ছিল।

এই মহামারীর সময়কাল শ্রবণদৃষ্টি ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষভাবে কষ্টকর ছিল, যেহেতু তারা স্পর্শের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, এবং ঐ সময়ে ভাইরাসের সংক্রমণ কমাতে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল। যেহেতু তাদের স্পর্শনাভূতির প্রয়োজনীয়তা সকলের দ্বারা বোধগম্য ছিল না, ফলে তাদের স্বাধীনতা অনেকাংশেই লোপ পায় এবং তাদের একাকী থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। মহামারীর শুরুর দিকে শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্যের প্রবেশগম্যতা খুবই সীমিত ছিল। এবং সীমিত তথ্যের প্রবেশগম্যতার কারনে শ্রবনদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা মহামারীর সময়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছিল।কিছু কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধী অথবা শ্রবনদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে করোনা ভাইরাস কী এবং কেন এর সংক্রমণ কমানোর জন্য বাসায় থাকা প্রয়োজন এটা বুঝতে পারা বেশ কঠিন ছিল। এমনকি বাংলাদেশে বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষেরা মনে করত যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারাই ভাইরাস বহন করার সম্ভাবনা বেশি এবং অনেক সাক্ষাৎকারীরা এর কারনে বিভিন্ন ধরনের উপহাস এবং হেনস্তার শিকার হয়েছিল।

যেহেতু তাদের স্বাভাবিক জীবন একেবারেই ব্যাহত হয়ে গিয়েছিল, একইসাথে পুরানো স্বাভাবিক জীবন এভাবে 'হঠাৎ করে স্থির হয়ে যাওয়া, মারাত্মক পরিবর্তন এবং নতুন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সাক্ষাৎকারীই বড় ধরনের ভয় এবং ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছিল। তাদের স্বাভাবিক জীবনধারার স্থায়ীত্ব লোপ পাওয়ার কারনে তাদের জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল এবং তার পাশাপাশি তাদের ও তাদের পরিবারের কী হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং চলমান নিষেধাজ্ঞার কারণে জীবন একঘেয়েমিপূর্ণ এবং অসুখী হয়ে উঠেছিল। লকডাউন চলাকালীন সময়ে তাদের স্বাধীনতা লোপ পাওয়ার ফলে এবং আর্থিক সমস্যার কারনে স্বামী-স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে দুশ্চিন্তার পরিমান অনেক গুন বেড়ে গিয়েছিল। সংকটকালীন সময়ে অনেক মানুষই এ কারনে অসহায় এবং হতাশাগ্রস্ত বোধ করছিল।

অপরদিকে, যেহেতু বিধিনিষেধগুলো তুলে নেয়া হয়েছে এবং সাক্ষাৎকারীরা বা তাদের পরিবারের সদস্যেরা আবার কাজ খুঁজে পেতে সক্ষম ছিল, সেহেতু কিছু কিছু সাক্ষাৎকারীর জীবন আগের থেকে উন্নত হতে শুরু হয়েছিল, কারণ এখন তারা তাদের পরিবারের প্রধান চাহিদাগুলো পূরণ করতে সক্ষম ছিল। এছাড়াও, ভ্যাকসিনের আবিষ্কারের ফলে অন্যান্য মানুষেরাও আগের থেকে অনেক বেশি খুশি এবং আশাবাদী ছিল কারন তারা এখন আর কোভিড-১৯ নিয়ে অত বেশি চিন্তিত ছিল না। কিন্তু, এখনও অনেক মানুষ কাজ খুঁজে পেতে লড়াই করে চলছিল এবং বেঁচে থাকার জন্যে বা জীবনমান উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম করছিল। যেসব মানুষ মাহামারী চলাকালীন সময়ে বেঁচে থাকার জন্য ঋণ নিয়েছিল অথবা তাদের ব্যবসায়িক মূলধন ব্যবহার করেছিল, তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য তুলনামুলকভাবে বেগ পেতে হয়েছিল। এছাড়াও, প্রথম লকডাউনের সময় বেঁচে থাকার জন্য মানুষেরা বিভিন্ন উৎস থেকে যে সহায়তাগুলো পেয়েছিল, সেগুলোর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আর চলমান ছিল না। একারনে, সম্ভাব্য দ্বিতীয় লকডাউনের সময় বেঁচে থাকার বিষয়ে সবাই গভীরভাবে চিন্তিত ছিল, কারন ইতিমধ্যে তাদের যা সঞ্চয় ছিল তা তারা প্রথম লকডাউনের সময় ব্যবহার করে ফেলেছিল। যদিও মহামারীর প্রভাব এখনও শেষ হয়নি এবং একে ঘিরে অনিশ্চয়তা এখনও চলমান রয়েছে, কিন্ত তারপরও সাধারণ মানুষেরা পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিয়ে ভোগান্তির মাত্রা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

উপসংহার

কোভিড-১৯ মহামারী এবং এর প্রতি সরকারের যা পদক্ষেপ ছিল তা নেপাল এবং বাংলাদেশের সব থেকে প্রান্তিক গোষ্ঠীর সদস্য, যেমনঃ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর ধ্বংসাত্মক এবং জীবন পরিবর্তনকারী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। এ কারনে, মহামারী চলাকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়া সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতিগুলো তৈরি করতে হবে।